



226560 - পুরুষদের সাথে মহিলাদের একই হলরুমে শিক্ষামূলক সমেনার উপস্থিতি হওয়া

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সমেনার হলরুমে যখন শিক্ষামূলক সমেনার আয়োজন করা হয় সেখানে হলরুমে পছেনের অংশে পুরুষদের থেকে কোন আড়াল ছাড়া নারীদের বসানো কি জায়গে? উল্লেখ্য, আমরা যদি আড়াল দই তাহলে মহিলারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পাবে না। নাকি নারীদেরকে আলাদা হলরুমে বসানো ফরজ; যখন বসে টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে তারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পারবে?

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি এ সমেনার শরয়ি সমেনার হয় কথিবা দরকারী শিক্ষামূলক সমেনার হয় এবং নারীরা পরপূরণ শরয়ি পর্দা পরধান করে সমেনার আসে, নারী-পুরুষের মশোমশোনা থাকে, এগুলো ছাড়াও অন্য কোন শরয়িত বরীদোষী বিষয় না থাকে, পুরুষেরা সামনের সারিগুলোতে বসে, তাদের পছিনে কিছু জায়গা ফাঁকা রেখে মহিলারা হজিব সহকারে বসে এবং সকলে মিলে কল্যাণকর কোন আলোচনা শুনবে, নারী-পুরুষের মশিরণ না ঘটবে, কথিবা মহিলারা উচ্চস্বর না করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নই; যদিও পুরুষ ও নারীদের মাঝে কোন আড়াল না থাকে তবুও। আমরা 129693 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচনা করেছি।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে:

আমাদের একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদে একটি অংশকে দয়োল দিয়ে পুরুষদের নামাযের জায়গা থেকে আলাদা করে মহিলাদের নামাযের জায়গা করা হয়েছে। মহিলারা ইমাম ও শিক্ষকের কথা শুনার জন্য মহিলাদের অংশে সাউন্ড বক্স দেয়া আছে। এক লোক এ দয়োলটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে। তার দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস, “প্রথম পুরুষেরা কাতার করবে, তারপর শিশুরা কাতার করবে, তারপর মহিলারা কাতার করবে”। এ ইস্যু নিয়ে চরম মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের দকিনরিদশোনা কি?

জবাবে তিনি বলেন: এর কোনটিতে কোন অসুবিধা নই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মহিলারা পুরুষের সাথে পুরুষের পছিনে নামায আদায় করত; সেখানে কোন দয়োল, কথিবা অন্য কিছু আড়াল ছিল না। মহিলারা পুরুষদের সাথে মসজিদে পছিনের অংশে নামায আদায় করত। সহিহ হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “পুরুষদের



সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে- সামনের কাতার; আর সবচেয়ে অনুত্তম কাতার হচ্ছে- পছেনরে কাতার। পক্ষান্তরে, নারীদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে- পছেনরে কাতার এবং সবচেয়ে অনুত্তম কাতার হচ্ছে- সামনের কাতার।” কারণ মহিলাদের সামনের কাতার পুরুষদের নিকটবর্তী। সুতরাং নারীরা যদি মসজিদে শেষে অংশে পুরুষদের পছেনে পর্দাসহ নামায আদায় করে তাতে কোন অসুবিধা। কোন দয়োল বা অন্য কোন আড়ালের প্রয়োজন নাই।

আর যদি দয়োল দয়া হয়, কথিবা পর্দা টানানো হয় যাতে করে মহিলারা মুখ খুলে আরামের সাথে নামাযের স্থানে থাকতে পারে এবং মাইকের মাধ্যমে শুনতে পারে কথিবা মাইক ছাড়া ইমাম তাদেরকে শুনানোর ব্যবস্থা করেন তাতেও কোন অসুবিধা নাই। আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়টি প্রশস্ত; একে সংকীর্ণ করার কিছু নাই। আর যদি রিলেটি দয়া হয় যাতে করে মহিলারা ইমাম ও মোক্‌তাদিরকে দেখতে পায়, তাদের কথা শুনতে পায় তাতেও কোন অসুবিধা নাই। বিষয়টি প্রশস্ত; সুতরাং এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করার কিছু নাই। দয়োল দয়া হোক, কথিবা রিলেটি দয়া হোক, কথিবা পর্দা দয়া হোক, কথিবা কোন কিছু না দয়া হোক সবকিছু জায়যে; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কোন দয়োল বা অন্য কিছুর আড়াল ছিল না; তারা মানুষের সাথে পুরুষদের পছেনে নামায আদায় করত।[নুরুন আলাদ দারব (১২/২৬৭-২৬৯) সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।